তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭১

**করোনা মোকাবিলায় চীন সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে**

 **-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘করোনা মোকাবিলায় চীন বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। চীন যখন করোনা আক্রান্ত ছিলো বাংলাদেশ তখন চীনকে সহায়তা করেছিলো। এখন চীনও বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে চাচ্ছে। চীন বাংলাদেশকে চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসা সামগ্রী দিয়ে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশ চীনের এই বন্ধুসুলভ মনোভাব কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবে ।’

 আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বারিধারাস্থ নিজ বাসভবনে চীনের রাষ্ট্রদূত লী ঝিমিং এর সাথে করোনাভাইরাস মোকাবিলা সংক্রান্ত এক জরুরি বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আসাদুল ইসলাম ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের গৃহীত উদ্যোগসমূহ তুলে ধরেন। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে পর্যাপ্ত বেড, কিট, পিপিই-সহ সবধরনের প্রস্তুতির কথা জানান তিনি। চীনের রাষ্ট্রদূত লী ঝিমিং করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেন।

#

মাইদুল/রাহাত/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২১৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭০

**কারখানা বন্ধ নয়, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা জোরদারের দাবি শ্রমিক নেতৃবৃন্দের**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ):

এ মুহূর্তে কলকারখানা বন্ধ না করে সম্মিলিত টাস্কফোর্স গঠন, রেশনিং ব্যবস্থা, থোক বরাদ্দ, কলকারখানার ভিতরে বাইরে স্বাস্থ্য বিষয়ক নিরাপত্তা জোরদার, প্রতিটি কারখানায় ডাক্তারের ব্যবস্থা, শ্রমঘন এলাকাভিত্তিক কোয়ারেন্টাইন এবং প্রয়োজনে সরকার মালিক শ্রমিক এবং ক্রেতাগোষ্ঠীর সাথে বৈঠকের দাবি করলেন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

আজ রাজধানীর বিজয় সরণির শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ানের সভাপতিত্বে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)-এর সাথে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় শিল্প কলকারখানায় শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে জরুরি আলোচনা সভায় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে এ দাবি জানান।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তাই সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সরকার স্বাস্থ্য সচেতনতার ওপর জোর দিচ্ছে। শ্রমিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শ সরকার ইতিবাচকভাবে নিয়েছে। আমাদের সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল এবং কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে শ্রমিকদের সহায়তা প্রদান করা হবে।

সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তাগণ এবং স্কপের আওতাধীন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় শিল্প কলকারখানায় শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে গার্মেন্টস এর ৭২টি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিভিন্ন গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মতামত নেওয়া হয় যেখানে অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ কারখানা চালু রেখে করোনা প্রতিরোধে শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সুষ্ঠু মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

#

আকতারুল/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬৯

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC) এর আজ বিকাল ৫টা পর্যন্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণের জন্য এ পর্যন্ত দেশে ৬ লাখ ৫৭ হাজার ৯ শত ৭২ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩ লাখ ২১ হাজার ৫ শত ১২ জন, দু’টি সমুদ্রবন্দরে ৯ হাজার ১ শত ৫৭ জন, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে ৭ হাজার ২৯ জন এবং অন্যান্য চালু স্থলবন্দরসমূহে ৩ লাখ ২০ হাজার ২ শত ৭৪ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এর তথ্যানুযায়ী এখন পর্যন্ত COVID-19 আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ২ জন-সহ মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫ জন। এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছে ২ জন।

 আজ সকাল ৮টার পূর্বের ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৫ হাজার ৯শ’ ৯০ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইন করা হয়। এর মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন ২ হাজার ১১৯ জন। এছাড়া বর্তমানে দেশে হাসপাতালগুলোতে কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা মোট ২১ জন।

 করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ইতোমধ্যে সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ নিয়েছে :

* বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কোভিড-১৯ মোকাবিলায় জনস্বার্থে আইনের প্রয়োগ বিষয়ে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারা, উপধারা প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হতে পারে বলে গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
* স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালনায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহ, সমুদ্রবন্দরসমূহ ও স্থলবন্দরসমূহে বিদেশ থেকে আগত সকল যাত্রীর তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে;
* সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালিতে ও সৌদি আরবে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশি কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন। সিঙ্গাপুরে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন বাংলাদেশি রোগীর অবস্থার উন্নতি হয়নি;
* ইতালি-সহ ইউরোপের অন্যান্য আক্রান্ত দেশ হতে আগত প্রবাসী বাংলাদেশিদের হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর তাদের আশকোনা হজ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ডকুমেন্টেশন শেষে তাদের গৃহ কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং গৃহ কোয়ারেন্টাইনে করণীয় নির্দেশনা প্রদান করে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে পাঠানো হয়েছে;
* সার্কভুক্ত দেশের সরকার প্রধানগণ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়াসে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন;
* অন এরাইভেল ভিসায় বাংলাদেশে আগত দুইজনকে বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

#

তাসমীন/ফারহানা/নাইচ/রাহাত/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬৮

**করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট কোডের**

**মেডিকেল পণ্য আমদানিতে সকল প্রকার শুল্ক অব্যাহতি**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি’র অনুরোধে করোনা ভাইরাস মোকাবিলার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু মেডিকেল পণ্যের আমদানির ওপর থেকে সম্পূর্ণ শুল্ক ও কর অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

 আজ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক বিভাগের শুল্ক শাখা এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। ১৭টি এইচএস কোডভুক্ত সংশ্লিষ্ট মেডিকেল পণ্যের সমুদয় আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, আগাম কর এবং অগ্রীম আয়কর মওকুফ করা হয়েছে।

 প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ এর ধারা ১২৬ এর উপধারা (১) এবং ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স ১৯৮৪ এর সেকশন ৪৪ এর সাব-সেক্শন (৪) এর ক্লোজ (বি) তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার, জনস্বার্থে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারী মোকাবিলায় নির্ধারিত কোডভুক্ত পণ্যসমূহ আমদানির ক্ষেত্রে উল্লিখিত শুল্ক ও করসমূহ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। এ সুবিধা ২২ মার্চ, ২০২০ তারিখ থেকেই কার্যকর হবে এবং ৩০ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।

#

বকসী/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬৬

**কেরু এন্ড কোম্পানির হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন**

**করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 বিশ্বব্যাপী মহামারী আকার ধারণ করা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন, কন্ট্রোল রুম স্থাপন, থার্মাল স্ক্যানার ব্যবহার বাধ্যতামূলক, হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ চালু করা, দাপ্তরিক সভা সীমিতকরণ-সহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত কেরু এন্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন শুরু করেছে। ‘কেরুজ হ্যান্ড স্যানিটাইজার (Carew’s Hand Sanitizer)’ নামে এই জীবাণুনাশক আগামীকাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বাজারজাত করা হবে। কয়েক দিন পর থেকে এটি পুরোদমে বাজারে পাওয়া যাবে।

 ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় দেখা গেছে, কেরু উৎপাদিত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। ইতোমধ্যে চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় প্রশাসন ও কেরু কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডের শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে এটি বিতরণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ১৬টি বিপণন কেন্দ্র, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের সামনে এ স্যানিটাইজার পাওয়া যাবে। এছাড়া, চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এটি সরবরাহ করা হবে। প্রতি ১০০ মিলিলিটার বোতলের স্যানিটাইজারের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য হবে ৬০ টাকা।

 এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয় কর্মক্ষেত্রের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে নিয়মিত বিরতিতে হাত ধোয়া, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার, আইইডিসিআর কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় হাঁচি-কাশি দেয়া, করমর্দন বা কোলাকুলি থেকে বিরত থাকা এবং জনসমাগম পরিহার করতে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক অফিস, জেলা অফিস, শিল্পনগরী কার্যালয়, শিল্প-কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

 করোনার প্রার্দুভাবে উদ্ভূত যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিতে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। মতিঝিলে অবস্থিত শিল্প মন্ত্রণালয়ে চতুর্থ তলায় ৪১৯ নং কক্ষে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সাধারণ সেবা) প্রতুল কুমার শাহাকে মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা হয়েছে। যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের কন্ট্রোল রুমের হট লাইন নম্বর +৮৮০২৯৫৫৮৪১৩, মোবাইল নম্বর ০১৭২০-০৯৮৩৬১, ই-মেইল: pratul.saha1@gmail.com-G-এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর ও শাখা কার্যালয় এবং সংস্থা/কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়-সহ সকল কারখানা, আওতাধীন শিল্পনগরী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসারগণ তাঁর কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম চালু করে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এসব কন্ট্রোল রুমের ফোকাল পয়েন্টের তথ্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল শিল্প মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনসহ সবাইকে অবহিত করতে বলা হয়েছে।

#

জলিল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬৫

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংস্থা প্রধানদেরকে নৌপ্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ

**করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ):

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে সংস্থা প্রধানদের নির্দেশ প্রদান করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী।

প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়স্থ অফিস থেকে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দফতর ও সংস্থা প্রধানদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলাপকালে এ নির্দেশনা দেন।

করোনা ভাইরাসসহ অন্যান্য জরুরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা অব্যাহত থাকবে বলে এ সময় জানানো হয়।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬৪

**এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ):

আসন্ন এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ২০২০ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে স্থগিত করা হয়েছে। আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ জানানো হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

#

খায়ের/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬৩

**মহাদুর্যোগ মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হোন**

 **-বিএনপি’কে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বিএনপি’র উদ্দেশে বলেছেন, ‘দায়িত্বহীন বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা বলার সময় এটি নয়। এখন সময় হচ্ছে, সমস্ত দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে করোনা’র মহাদুর্যোগ থেকে দেশকে, দেশের মানুষকে, জাতিকে রক্ষা করা।’

 আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক মন্তব্য প্রসঙ্গে মন্ত্রী একথা বলেন। তথ্যসচিব কামরুন নাহার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশ-জাতি, পৃথিবী যখন এমন একটি মহাদুর্যোগের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু কিছু দায়িত্বহীন বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। যেমন গতকাল রিজভী সাহেব বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ করোনার চেয়েও ভয়ঙ্কর’। এর ক’দিন আগে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছিলেন, ‘আওয়ামী লীগ করোনায় আক্রান্ত’। এ ধরনের দায়িত্বহীন বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা বলার সময় এটি নয়। এখন রাজনীতি করার সময় নয়। এখন সময় হচ্ছে সমস্ত দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে দেশের মানুষকে জাতিকে রক্ষা করা।’

 ‘অনেকে টেলিভিশনে টক’শোতে গিয়েও নানাধরনের কথা বলছেন, আমি সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো, আসুন আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের পাশে দাঁড়াই’ বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 মন্ত্রী বলেন, ‘সরকার চেষ্টা করছে এবং সরকারকে কোনো পরামর্শ থাকলে অবশ্যই দিতে পারেন। সরকার কোন জায়গায় যদি ভুলও করে, সেটিও বলতে পারেন। কিন্তু এ সময় রাজনীতি করার সময় এটি নয়। আসুন সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা এই মহাদুর্যোগ থেকে দেশকে জাতিকে মানুষকে রক্ষা করি।’

নির্বাচন কমিশনকে তথ্যমন্ত্রীর ধন্যবাদ

 চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ কয়েকটি উপনির্বাচন স্থগিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমি যতটুকু জানি গতকাল যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটিও স্থগিত করা নিয়ে নির্বাচন কমিশন চিন্তাভাবনা করেছে। কিন্তু নির্বাচনের একদিন আগে সমস্ত প্রস্তুতি যখন শেষ, শেষ মুহূর্তে তারা সেটি করতে পারেনি। গতকাল যে নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচন কমিশন বলেছে, সেটি ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই তাদের নির্বাচন করতে হয়েছে।’

 ‘করোনা’র কারণে ঢাকায় ভোটার উপস্থিতি কম হবে আমরা সেটি ধারণা করেছিলাম উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ইভিএমে যে সুষ্ঠুভাবে ভোট হয়, একজনের ভোট যে আরেকজনে দিতে পারে না, সেটিও আবার প্রমাণ হয়েছে। যারা গেছেন তারাই শুধু ভোট দিতে পেরেছেন, ইভিএম পদ্ধতিতে একজনের ভোট অন্য কেউ ভোট দিতে পারেননি।’

 বিএনপি’র ফলাফল প্রত্যাখ্যান নিয়ে হাছান মাহ্মুদ বলেন, ‘নির্বাচন শেষ হওয়ার এবং ফলাফল ঘোষণার আগেই বিএনপির প্রার্থী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি শুরু থেকেই ফলাও করে অভিযোগ উপস্থাপন করছিলেন এবং গতকাল চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী বিএনপির প্রার্থী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা সবসময় যেটি করে আসে, সেই ধারাবাহিকতাতেই সেটি তিনি করেছেন।’

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬২

**শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ও কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে পরিচালনা করা হবে**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 কর্মজীবি মায়েদের শিশু সন্তান ও কর্মজীবি নারীদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা বিবেচনা করে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ও কর্মজীবি মহিলা হোস্টেলে জনসমাগম এড়িয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে পরিচালনার ওপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি এড়াতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ও হোস্টেলগুলোতে দর্শনার্থীদের গমন নিরুৎসাহিত করা হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত সকল প্রশিক্ষণ এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ মাঠ পর্যায়ে শিশু একাডেমির সকল সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আগামী ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত স্থগিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

 আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এর সভাপতিত্বে এক জরুরি সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার, জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক কাজল ইসলাম ও বাংলাদেশ শিশু একাডমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরিসহ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

 জনসমাগম হতে পারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমন সকল সভা ৩১ মার্চ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশন পরিচালিত জয়িতা ফুড কোর্ট সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। আজকের সভায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, শিশু বিকাশ কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশু ও কর্মজীবি মহিলা হোস্টেলে অবস্থানরত কর্মজীবি নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ এড়াতে  সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পথশিশুদের সার্বক্ষণিক পুনর্বাসন কেন্দ্রে অবস্থানের বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে।

 কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত বিরতিতে হাত ধোয়া, আইইডিসিআর কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় হাঁচি-কাশি দেয়া, করমর্দন বা কোলাকুলি থেকে বিরত থাকা, জনসমাগম পরিহার করা সর্বোপরি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়ে নির্দেশনা প্রতিপালন অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

#

আলমগীর/অনসূয়া/মামুন/শামীম/২০২০/১৬১৭ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1061

**Prime Minister's message on the International Day**

**for the Elimination of Racial Discrimination**

Dhaka, 22 March :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination:

 "On the occasion of the International Day for the Elimination of Racial
Discrimination, I join the international community in renewing our unwavering
commitment to fight against all kinds of racism, racial discrimination and xenophobia
and promoting tolerance, inclusion, unity and respect for diversity.

Bangladesh is a land of religious pluralism where people of different ethnic and
religious identities have been living in peace and harmony since time immemorial. The greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur
Rahman guaranteed in our Constitution- the equality to all citizens irrespective of
religion, race, caste, sex, or place of birth. Drawing on the ethos of our Liberation
War, the people of Bangladesh denounce any form of oppression, deprivation and
dominance and stand firmly beside minorities and people facing discrimination
anywhere in the world.

As a state party to the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Bangladesh remains committed to fulfilling its obligations. We support the relevant resolutions of the UN on combatting and eliminating racial acts and discrimination in the true spirit of multilateralism. We shall continue to spread the message of 'Culture of Peace' to promote understanding, dialogue and cooperation amongst and between all races, civilizations, cultures, and religions.

Bangladesh underscores the need for countering the growing ultra-nationalist tendencies thriving on racial prejudice, hatred, and violence across various parts of the world. The international community needs to act unitedly to check the spread of such ideological trends. To this end, we support the United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech to counter incitement to discrimination, hostility and violence.

As we step into the Decade of Action for the implementation of the Agenda 2030, we urge all member states to exert threshold maximum efforts to eliminate racial discrimination to ensure a dignified life for every human being.

 Joi Bangla, Joi Bangabandhu

 May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Anasuya/Mamun/Shamim/2020/1505 hours

Not to publish before 5 PM

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬০

**করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সতর্কতা**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 নোবেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কে অহেতুক আতঙ্কিত না হয়ে তা প্রতিরোধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

 করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অন্য কোনো ভাবে মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রচার নজরে আসলে তথ্য অধিদফতরের সংবাদকক্ষের ফোন নম্বর : ০২-৯৫১২২৪৬; ০২-৯৫১৪৯৮৮; ০১৭১৫-২৫৫৭৬৫; ০১৭১৬-৮০০০০৮ এবং ই-মেইল-piddhaka@gmail.com/piddhaka@yahoo.com অথবা ৯৯৯-এ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

 বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের অবশ্যই ১৪ দিন বাড়িতে অবস্থানের পরামর্শ দিয়েছে রোগতত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)। কোয়ারেন্টাইনের এই ১৪ দিন বাড়িতে অবস্থানের ক্ষেত্রে তাদের স্বজনদেরও সচেতন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে স্বজন, বাড়িওয়ালা, প্রতিবেশিসহ সমাজের সকলের সহযোগিতা কামনা করছে সরকার।

 সাধারণ লক্ষণ উপসর্গ নিয়ে সরাসরি না এসে বাসায় থেকেই আইইডিসিআর এর হটলাইনে যোগাযোগ করে উপদেশ ও পরামর্শ পাওয়া যাবে।

 নোবেল করোনা ভাইরাস সম্পর্কে যে কোন পরামর্শের/উপদেশের জন্য উল্লেখিত হটলাইনে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে : ৩৩৩, ০১৯৪৪৩৩৩২২২, ০১৪০১-১৮৪৫৫১; ০১৪০১-১৮৪৫৫৪; ০১৪০১-১৮৪৫৫৫; ০১৪০১-১৮৪৫৫৬; ০১৪০১-১৮৪৫৫৯; ০১৪০১-১৮৪৫৬০; ০১৪০১-১৮৪৫৬৮; ০১৯২৭-৭১১৭৮৫; ০১৯৩৭-০০০০১১; ০১৯২৭-৭১১৭৮৪ এবং ০১৯৩৭-১১০০১১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হটলাইন নম্বর হচ্ছে-১৬২৬৩।

 এছাড়া ফেসবুক, মেসেঞ্জার ও ই-মেইল বার্তা পাঠানো যাবে। ফেসবুক আইডি: Iedcr, COVID-19 Control Room, e-mail : iedcrcovid19@gmail.com.

#

অনসূয়া/গিয়াস/জসীম/*আসমা/২০২০/১৪০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫৯

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ

**সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীকে সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার নির্দেশনা প্রদান**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রাদুর্ভাবজনিত যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

 আজ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক পত্রে এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

#

অনসূয়া/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫৮

**বৌদ্ধগুরু ধর্মসেন মহাথেরো’র মৃত্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 বাংলাদেশি বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু দ্বাদশ সংঘরাজ ও বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু সভার সাবেক সভাপতি অধ্যক্ষ ড. শীমৎ ভদন্ত ধর্মসেন মহাথেরো’র মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উ শৈ সিং।

 শোক বার্তায় মন্ত্রী বলেন, ধর্মসেন মহাথেরো বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাবেক সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ঊনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহারের আজীবন অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ভিক্ষু জীবন কাটিয়েছেন। ধর্মীয় সম্প্রীতিতে তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর মৃত্যু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

 উল্লেখ্য, ড. শীমৎ ভদন্ত ধর্মসেন মহাথেরো গত শুক্রবার রাত ১২টা ৫৮ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

#

নাছির/অনসূয়া/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫৭

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে

**জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বিধি মেনে চলার আহ্বান**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন এবং কনস্যুলার অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

 বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(১) অনুযায়ী ‘প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা সবুজ ক্ষেত্রের ওপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত’। পতাকা বিধিতে বলা হয়েছে, পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং সবুজের ভিতরে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার মাপ হবে 10©x6© দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লাল বৃত্ত। বৃত্তটি দৈর্ঘ্যরে এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। ভবনের আয়তন অনুযায়ী পতাকা ব্যবহারের তিন ধরনের মাপ হচ্ছে 10©x6© , 5©x3© এবং 2.5 ©x 1.5 ©।

#

অনসূয়া/গিয়াস/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১১.০১ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1056

**Prime Minister’s Message on World Meteorological Day**

Dhaka, 22 March :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the World Meteorological Day :

 "I am happy to know that the 'World Meteorological Day-2020' is being observed today in Bangladesh like other member countries of the world.

 During the present Awami League Government, the country has achieved resilience against climate change and its adverse effects with the use of modern technologies which have been providing more dependable weather and climate forecast. To make people aware of various disasters regularly 'BMD-Apps' has been launched.

 Bangladesh Meteorological Department using developed technologies has been providing ten days advanced weather forecast to the agriculture sectors, contributing more to the national economy. Bangladesh Meteorological Department has achieved successes determining the track and intensity of the cyclone through High Performance Computer (HPC) to run meteorological model for analyzing the data and through satellite. Thus, casualties and loss of resources during natural disasters have been reduced to one digit because of awareness developed among the people. Bangladesh has already achieved appreciation internationally by providing the most effective early warning system for tropical cyclones.

 I wish the 'World Meteorological Day-2020' a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Sarwer/Anasuya/Mamun/Zashim/Asma/2020/1030 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫৫

**বিশ্ব আবহাওয়া দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আজ বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে ‘জলবায়ু ও পানি’-কে নির্বাচন করা যথোপযুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দিতে বিএমডি অ্যাপস্ চালু করা হয়েছে।

 বর্তমানে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে দশ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদান করে কৃষিখাতে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আবহাওয়ার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক মডেল পরিচালনার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ক্লাস্টার কম্পিউটার ব্যবহার ও স্যাটেলাইট উপাত্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের সঠিক গতিপথ ও তীব্রতা নির্ণয়ে সফল হয়েছে। আগাম পূর্বাভাস গ্রহণে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাণহানির ঘটনা এক সংখ্যায় নেমে এসেছে এবং জনপদের সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তাই আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রদানে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে ইতোমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে।

 আমি ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/অনসূয়া/মামুন/জসীম/আসমা/*২০২০/১০৩০ ঘণ্টা*

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1054

**President's Message on World Meteorological Day**

Dhaka, 22 March :

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the World Meteorological Day :

 "I welcome the initiative of observing 'World Meteorological Day 2020' in Bangladesh as elsewhere in the world. The water cycle plays an important role in controlling the world's climate and weather system. I believe, the theme of this year's World Meteorological Day 'Climate and Water' is timely in this regard.

 The weather and climate forecasts of any part of the world depend on the weather and climate data available for that region. Due to climate change, mutual co-operation in the international arena, especially the exchange of information on weather and climate amongst the nations become vital. Through this co-operation, formulation of national policy, creating awareness and getting clear concept on weather pattern would be possible to mitigate the risks of climate change as well as to face natural disasters.

 In addition to cyclones, heavy rainfall, floods, water logging, salinity, heat fluxes and other natural disasters, the scarcity of drinking water is causing sever global problem. Increasing urbanization has made our position more vulnerable to disaster. Bangladesh is a country diverse weather. Here, weather pattern is inextricably linked with the production of different kinds of fruits and crops. I hope, Bangladesh Meteorological Department, would e able to disseminate weather and climate related services to the grassroots, especially to the farmers, in a timely and befitting manner.

 I wish the observance of the 'World Meteorological Day 2020' a grand success.

 Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Imranul/Anasuya/Gias/Zashim/Asma/2020/1030 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫৩

**বিশ্ব আবহাওয়া দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :**

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। পানিচক্র পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ু ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই এবারের বিশ্ব আবহাওয়া দিবসের প্রতিপাদ্য ‘জলবায়ু এবং পানি’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 পৃথিবীর যেকোন স্থানের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পূর্বাভাস ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক সহযোগিতা বিশেষ করে আন্তঃদেশীয় আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্যের আদান-প্রদান অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি মোকাবিলাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি উপশমে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আগাম ও সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

 ঘূর্ণিঝড়, ভারীবর্ষণ, বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, তাপদাহ এবং খরাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি সুপেয় পানির স্বল্পতা বিশ্বব্যাপী মারাত্মক আকার ধারণ করছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের অবস্থানকে আরো ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। বাংলাদেশ ঋতুচক্রে বৈচিত্র্যময় দেশ। এখানে আবহাওয়ার গতি প্রকৃতির সাথে বিভিন্ন ধরনের ফল-ফসলের উৎপাদন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি আশা করি বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষত কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

 আমি ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২০’ এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/অনসূয়া/মামুন/জসীম/*আসমা/২০২০/১০৩০ ঘণ্টা*

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না